মুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বীনের মধ্যে পার্থক্যকারী চারটি মূলনীতি

শাইখ আলি বিন খুদাইর আল-খুদাইর

অনুবাদঃ মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ

আল-ফজর

মুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বীনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী চারটি মূলনীতি

শাইখ আলী বিন খুদাইর আল-খুদাইর

(আল্লাহ্ তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন)

অনুবাদ: মুফতি আনাস আব্দুল্লাহ

মুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী চারটি মূলনীতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের উপর।

আম্মাবাদ...

এটি এমন কিছু মূলনীতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা যার মাধ্যমে একজন মুসলমান তার মহান দ্বীনের মাঝে আর সকল প্রকার নব্য পৌত্তলিকতা (মূর্তিপূজা) ও আধুনিক শিরকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। যার আধুনিক একটি রূপের নাম হল ধর্মনিরপেক্ষতা। যেন সে এর থেকে বেচে থাকতে পারে, দূরে থাকতে পারে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও এর অনুসারীদের (যাদেরকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী) থেকে সম্পর্কমুক্ত থাকতে পারে। যাতে আল্লাহর নিকট তাদের থেকে সম্পর্কমুক্তির কথা ঘোষণা করতে পারে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে পারে, তাদেরকে ঘৃণা করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে - চাই সে ধর্মনিরপেক্ষে লোকেরা চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিমনা, রাজনীতিবীদ, বিচারক, সাংবাদিক, গায়ক, অভিনেতা বা যাই হোক না কেন। অথবা তা কোন মতবাদ, শাসনব্যবস্থা বা সরকার হোক না কেন।

সেই চারটি মূলনীতি নিম্নরূপ:

প্রথম মূলনীতি

যে সকল মুশরিকদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে তারাও আল্লাহর রবুবিয়্যাহ বা প্রভূত্বকে স্বীকার করত। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

(قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون } ،

"(হে নবী! মুশরিকদেরকে) বলে দাও, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক সরবরাহ করেন? অথবা কে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক? এবং মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত হতে মৃতকে বের করেন? এবং কে যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে, আল্লাহ! বল, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না?" (সূরা ইউনুস: ৩১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

"(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, এই পৃথিবী এবং তাতে যারা বাস করছে তারা কার মালিকানায়, যদি তোমরা জান? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল, কে সাত আকাশের মালিক

এবং মহা আরশের মালিক? তারা অবশ্যই বলবে, এসব আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না? বল, কে তিনি, যার হাতে সব কিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না (বল) যদি জান? তারা অবশ্যই বলবে, (সমস্ত কর্তৃত্ব) আল্লাহর। বল, তবে কোথা হতে তোমরা যাদুগ্রস্ত হচ্ছ?" (সূরা মুমিনুন: ৮৪-৮৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون } .

"তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে।" (সূরা ইউসুফ: ১০৬)

এতদ্বসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহর রবুবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করেনি। আজকের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও (তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারীরা ব্যতিত) আল্লাহর রবুবিয়্যাহকে মানে এবং তাদের মাঝে কিছু কিছু ইবাদতও পাওয়া যায়, তথাপি এগুলো তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করবে না।

আর তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা তো আরো মারাত্মক। তাদের মতে ইলাহ বা রব বলতে কেউ নেই। জীবন শুধু বৈষয়িক জীবনই।

দ্বিতীয় মূলনীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু মানুষের মাঝে আগমন করেছিলেন, যাদের কিছু আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ছিল। তারা তার মাধ্যমে নিজেদের মাঝে বিচার-আচার করত। আর তাদের কিছু জাহিলী ঐতিহ্য ছিল, যেগুলোকে তারা মেনে চলত। এজন্য তারা আল্লাহর হুকুম ও পথনির্দেশকে কবুল করেনি। তাই আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, যদিও তারা আল্লাহ্‌র রুবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি দিত। এটা (অর্থাৎ আল্লাহর রবুবিয়্যাতের স্বীকারুক্তি) তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত করেনি।

তাদের বিধি-বিধানসমূহ থেকে একটির কথা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন:

(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)

"যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা থেকে খেও না। এরূপ করা কঠিন গুনাহ। (হে মুসলিমগণ!) শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। তোমরা যদি তাদের কথামত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" (সূরা আনআম:১২১)

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে বলেন:

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،

“তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান রচনা করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” (সূরা শূরা:২১)

একইভাবে, আজকের এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরও অনেক বিধি-বিধান, আইন-কানুন, বিচারালয় এবং সামাজিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আইন-কানুন আছে, যেগুলোর আলোকে তারা নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিস্পত্তি করে। আর তাদেরও কতগুলো জাহিলী ঐতিহ্য আছে, যেগুলোকে তারা সভ্যতা, উন্নতি ও প্রগতি বলে অভিহিত করে থাকে। এর ফলে তারা আল্লাহর হুকুম ও পথনির্দেশ গ্রহণ করে না। সুতরাং অবশ্যই তাদেরকে তাকফীর করতে হবে এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতি

রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু লোকের নিকট আগমন করেন, যারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বীন গ্রহণ করত আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণ করত না। সংকটের সময় আল্লাহর ইবাদত করত, সচ্ছলতার সময় করত না। এভাবে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللَّه مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)

"তারা যখন নৌকায় চড়ে, তখন আল্লাহকে ডাকে তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। তারপর তাদেরকে উদ্ধার করে যখন স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।" (সূরা আনকাবুত:৬৫)

এমনিভাবে তারা কিছু বিষয় আল্লাহর জন্য নিবেদন করত আর কিছু বিষয় তাদের প্রতিমার জন্য নিবেদন করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا)

"সুতরাং তারা নিজ ধারণা অনুযায়ী বলে, এ অংশ আল্লাহর এবং এটা আমাদের শরীকদের।" (সূরা আনআম: ১৩৬)

অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও মসজিদে আসলে বা রমজান মাস আসলে আল্লাহর ইবাদত করে। বিবাহ-শাদি, তালাক ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-বিধান মানে, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বানানো বিধি-বিধান ও জাহিলী ঐতিহ্যের দিকে ফিরে যায়।

চতুর্থ মূলনীতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুশরিকদের নিকট আগমন করলেন, তখন তাদের বিভিন্ন ধরণের অনেক রব ছিল। তাদের কেউ মূর্তি ও প্রতিমা পূজা করত, কেউ ফেরেশতাদের ইবাদত করত, কেউ জিনদের ইবাদত করত, কেউ তারকা পূজা করত, কেউ আগুনের পূজা করত, কেউ ঈসা ইবনে মারয়ামের ইবাদত করত, কেউ নবীদের ইবাদত করত, কেউ পুণ্যবান লোকদের ইবাদত করত। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পার্থক্য না করে তাদের সকলের উপর এক হুকুম আরোপ করেন, সকলকে কাফের সাব্যস্ত করেন এবং সকলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

অনুরূপ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরও অনেক উপাস্য রয়েছে। উপাস্যের দিক থেকে তাদের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। যেমন তাদের কেউ আমেরকার ইবাদত করে কেউ ইউরোপীয়ানদের ইবাদত করে, কেউ রাশিয়ার ইবাদত করে, কেউ নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থার ইবাদত করে, কেউ শাসকদের ইবাদত করে, কেউ বিভিন্ন মতবাদের ইবাদত করে, কেউ মাতৃভূমির ইবাদত করে, কেউ জাতীয়তাবাদের ইবাদত করে আবার কেউ তাদের নেতা ও বুদ্ধিজিবীদের ইবাদত করে। সুতরাং কুফর ও রিদ্দার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

মাসআলা

এদের মাঝেই অন্তর্ভূক্ত হবে এই যামানার অনেক পথভ্রষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোও। তারা হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ব্রিজের মত এবং তাদের চ্যালা ও দাসানুদাস। তারা হল প্রগতিবাদীদের একটি গ্রুপ। তারা ঈমান ও কুফরের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিআদের অন্তর্ভূক্ত আর ফিকহ বিষয়ে প্রবৃত্তি পূজারী, হারামকে হালালকারী, পরিস্থিতির অনুগামী এবং এত বেশি সুবিধাবাদী, যা যিন্দিকীর পর্যায়ে নিয়ে যায়।

পরিশেষে

আমি এর সাথে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দাওসারী রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর একটি বক্তব্যটি যোগ করতে চাই। কারণ আমার জানামতে তিনিই সর্বপ্রথম নব্য পৌত্তলিকতা ও আধুনিক অভিশপ্ত শিরকের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। আর সেই অভিশপ্ত আধুনিক শিরকটি হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহে আলাইহি এর লিখিত কাশফুশ শুবুহাত কিতাবের একটি পরিশিষ্ঠ লিখেন, যার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৮৫ হিজরীতে। তাতে তিনি নব্য পৌত্তলিকতা ও আধুনিক শিরকের পর্দা উন্মোচন করেন, যেমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহে আলাইহি তার যুগের বিভিন্ন শিরকের পর্দা উন্মোচন করেন।

উক্ত পরিশিষ্টে শায়খ আব্দুর রহমান আদ-দাওসারী রহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন:

শায়খু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহে আলাইহি তার কিতাব কাশফুশ-শুবুহাত'-এ মৃত ও অনুপস্থিত লোকদের জন্য দুআ করা এবং

কবরসমূহকে সম্মান করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার শিরক নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু তারপর অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এখন বিভিন্ন নতুন প্রকারের শিরকের আবির্ভাব ঘটেছে, যা বিভিন্ন প্রকার নাম ও উপাধি নিয়ে আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর অজ্ঞ লোকেরা তার দ্বারা ধোঁকা খাচ্ছে এবং মতলববাজ ও হিংসুকরা সেগুলোকে আশ্রয় হিসাবে আকড়ে ধরছে।

তারপর তিনি বলেন: নিশ্চয়ই যারা এর মূল অংশটির পৃষ্ঠাপোষকতা করেছিল, তারা হল ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজারী। তারা যখন বিশুদ্ধ ইসলামিক বিপ্লবের আশঙ্কা করল, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহমাতুল্লাহে আলাইহি যার ডাক দিয়েছিলেন এবং তার সহকারীগণ তা বাস্তবায়ন করেছিলেন, তখন তারা এই ষড়যন্ত্রটি করেছিল।

কিন্তু এখন তারা আমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকেই তাদের অনেক সহযোগী পেয়ে গেছে। তাই তারা প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে সাম্প্রদায়িকতার ধ্বজা তুলে অজ্ঞ শ্রেণীর মাঝে ধ্বংসাত্মক জাত্যাভিমানের অগ্নি প্রজ্জলিত করে দিয়েছে। ফলে নব্য পৌত্তলিকতা, বস্তুপূজা, প্রবৃত্তিপূজা ও ব্যক্তিপূজার আবির্ভাব ঘটেছে। আর এ সবই হচ্ছে জাতীয়তা ও দেশাত্ববোধের দলিল দিয়ে। ফলে বিশেষ করে ইসলামী ও আরব দেশগুলোতেই ধর্মত্যাগের এক নতুন মহড়া চালু হয়েচে। বিভিন্ন দেশীয় ঐতিহ্য, বস্তুবাদী চিন্তাধারার সাজানো বুলি তৈরি হয়েছে, যার বাহিরটা রহমত, কিন্তু ভিতরটা আযাব।

এই ভূমিকার পরে শায়খ আব্দুর রহমান আদ-দাওসারী রহ ‘উলুহিয়্যাহ’র সংজ্ঞা ও তার ভিত্তিসমূহের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তার ভিত্তি হল দু’টি বিষয়:

১. সকল উপাস্যকে অস্বীকার করা।

২. শুধু আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা।

তারপর তিনি ইবাদতের হাকিকত এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও দ্বীনের শত্রুদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অত:পর মিল্লাতে ইবরাহিম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, অধিকাংশ মুসলিম নামধারী লোকজন নব্য পৌত্তলিকতা এবং আমদানিকৃত পশ্চিমা আদর্শ ও বস্তুবাদি ধ্যান-ধারণার মাঝে কতটা ডুব দিয়েছে! ফলে তারা আল্লাহর সীমাসমূহের উপর দেশীয় সীমানাকে প্রধান্য দিয়ে দিয়েছে, বিধান দেওয়ার মধ্যে নিজেদের অধিকার সৃষ্টি করে ফেলেছে, আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেয়া বিধানের বাইরে নিজেদের মনমত বিধানব্যবস্থা আবিস্কার করেছে এবং এমন কিছু লোকের দেওয়া আদর্শ অনুসরণ করছে, যাদেরকে তারা ভালবাসা ও সম্মানের সাথে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে। এমন নিয়ম-নীতির মধ্যে কয়েকটি হল: জাতীয়তাবাদ, দেশাত্ববোধ এবং তার ফলাফল হিসাবে যে সমস্ত বস্তুবাদি চিন্তা-চেতনা জন্ম লাভ করে।

তারপর যারা আল্লাহর বিকল্প হিসাবে দেশকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

তাদের এক বক্তার বক্তব্য হল: তোমার দেশকে প্রাধান্য দাও সকল ধর্মের উপর। তার জন্যই রোজা ভাঙ্গো এবং তার জন্যই রোজা রাখ।

তারা জাতীয়তা ও দেশাত্ববোধের দলিল দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের নীতি, ভ্রান্ত প্রগতির দলিল দিয়ে শরীয়ত অকার্যকর করার নীতি এবং এর সাথে যেকোন তাগুতের ইবাদতের নীতি আমদানি করেছে।

তাদের আদর্শিক বাক্যগুলো থেকে কয়েকটি হল:

ধর্ম আল্লাহর, দেশ সবার।

ধর্ম হল শুধুমাত্র বান্দা ও রবের মধ্যকার সম্পর্ক, এর সাথে সামাজিক জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

জনগনের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছারই একটি অংশ।

তিনি আরো বলেন: সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে শিক্ষা সমাপনকারীরাই উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে এই ধ্যান-ধারণাগুলো বদ্ধমূল করে দিচ্ছে এবং এই স্কুলগুলোই এই ধ্যান-ধারণা তৈরী করার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আমাদের উপর উপনিবেশবাদের সাংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে।

তারপর তিনি বলেন: তাই যুবক-বৃদ্ধ, সরকার-জনগণ নির্বিশেষে সকলকে এই আধুনিক শিরক ও নব্য পৌত্তলিকতার মোকাবেলা করতে হবে। সংক্ষেপিত।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين